મુશ્કિલ આસાન

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্ লিমিটেডের

নিবেদন

মুস্কিল আসান্

কাহিনী ও সংলাপ : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চরিত্র-চিত্রণে

অহীন্দ্র চৌধুরী, সুব্রত লাহিড়ী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, আশু বসু, গঙ্গাপদ বসু, অপর্ণা দেবী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ভঞ্জ, বিজয় বসু, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, হারু ঘোষ, নকুল দত্ত, প্রভাস সরকার, তারক নাথ, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে

শিল্প-নির্দ্দেশনা : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা

সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়

গান

মীরাবাঈ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন

সঙ্গীত-পরিচালনা

সুরেন পাল, সন্তোষ সেনগুপ্ত

চিত্র-শিল্পী : বঙ্কু রায়

শব্দ-যন্ত্রী : সমর বসু

চিত্র-সম্পাদক : বিশ্বনাথ মিত্র

ব্যবস্থাপক : সরোজেন্দ্র মিত্র

মঞ্চ-স্থাপত্যে : দামোদর পিল্লাই

চিত্র-পরিস্ফুটনা : উমা মল্লিক

মঞ্চ-সজ্জায় : রবি ঘোষ

রূপ-সজ্জায় : বসন্ত দত্ত

সহকারীগণ—চিত্র-শিল্পে : বিজয় গুপ্ত, বিজয় রায়। শব্দ-ধারণে : অনিল দাসগুপ্ত। চিত্র-সম্পাদনায় : প্রণব ঘোষ। চিত্র-পরিস্ফুটনে : রমেশ ঘোষ, অনিল মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু বন্দোপাধ্যায়, হারাধন দাস, প্রভাত ঘোষ। আলোক-নিয়ন্ত্রণে : ধীরেন দাস, দেবু মণ্ডল। ব্যবস্থাপনায় : প্রভাস সরকার। মঞ্চ-স্থাপত্যে : চারু ধারা, মলিন ঘোষ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দি গ্লোব নার্শারী

রাধানগরের জমিদার মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বিপত্নীক আজব বাতিক-গ্রস্ত। জাত-রক্ষার জন্য অতি সনাতন আচার-রীতিকে প্রাণপণে আঁকড়ে আছেন। একালে বাস করলেও তাঁর ধরণ-ধারণ সেই দুশো-বছর আগেকার মত। বাড়ীতে বরফ, ডিম, পাঁউরুটী, পেঁয়াজ, চা থেকে সুরু করে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি ওষুধ ঢোকে না—কারণ, সে-সবে ম্লেচ্ছ-ছোঁয়াচ, অনাচার! এর উপর দিনে সতেরো রকম রোগের উপসর্গ! মথুরামোহনের পাশে আছেন অনুগত-সহচর বাচস্পতি-মশায়। প্রাচীন-পন্থী মথুরামোহনের সহচর হলেও বাচস্পতির মন আর-দশজনের মত একেলে ছাঁচের···দায়ে-অদায়ে শাস্ত্র-পুরাণের নজীর দিয়ে মথুরামোহনকে তি'ন চমৎকার চালিয়ে নিয়ে চলেন।

মথুরামোহনের এক ছেলে, এক মেয়ে! মেয়ে শচী বড়, বিয়ে হয়ে গেছে। জামাই কিরণ পশ্চিমে বড় চাকরি করে। ছেলে বাসু গ্রামের ইস্কুল থেকে এবারে ম্যা ট্রক পাশ্ করেছে। তার সাধ, কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বে। মথুরামোহন নারাজ। তিনি বলেন,—কলকাতা নরক-তুল্য··· সেখানে দারুণ অনাচার! বাসুর কথায় বাচস্পতি মধ্যস্থ হয়ে 'সংস্কৃত-শ্লোক' বানিয়ে কর্ত্তাকে বোঝান। 'সংস্কৃত-শ্লোকের উপর সনাতনী মথুরামোহনের অচলা-ভক্তি! মথুরামোহন রাজী হলেন; কিন্তু সর্ত্ত হলো, বাসুর কলকাতায় বাস করা চলবে না। সে বাস করবে দক্ষিণেশ্বরে···গঙ্গার ধারে

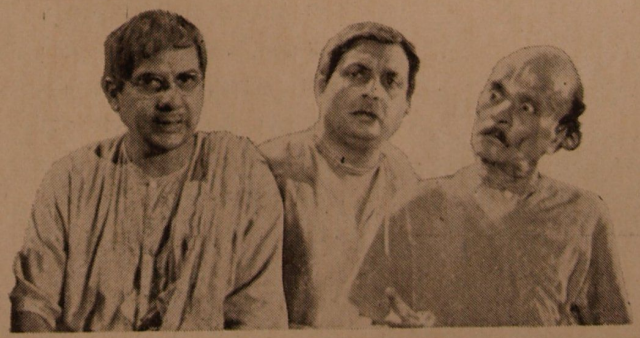

রঘু ঠাকুর আর মধু চাকর। কলেজে যাওয়া-আসা ছাড়া কলকাতার সঙ্গে বাসু আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না এবং কলকাতায় মথুরামোহনের বন্ধু আছেন এটর্নি বংশগোপাল—তিনি সেখানে বাসুর গার্জেনগিরি করবেন।

বাসু এলো দক্ষিণেশ্বরে···কলকাতার কলেজে ভর্ত্তি হলো। বাপের সর্ত্ত মেনে চলে। বাড়ীর সামনে বাগান আগাছায় ভরে আছে। একদিন সকালে বাসুর খেয়াল, কোদাল হাতে জঙ্গল-সাফ্ করতে নামলো! বাগানের সামনে পথ। গঙ্গাস্নান করে সেই পথে চলেছিলেন পাড়ার জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী, সঙ্গে অনূঢ়া কন্যা চাঁপা। বাসুর চেহারায় গেঁয়ো-ভাব এবং কোদাল-হাতে তাকে জঙ্গল সাফ করতে দেখে এঁরা ভাবলেন, বুঝি জন-মজুর! নিজেদের বাড়ীর উঠোনে আগাছার জঙ্গল·· সাপ-খোপের ভয়···সে-জঙ্গল সাফ করাবার জন্য বাসুকে তাঁরা ডেকে নিয়ে গেলেন বাড়ীতে। বাসুর মজা লাগলো। কোদাল হাতে সে এসে এ-বাড়ীতে কাজ সুরু করে দিলে।

জয়গোপাল বাবুর দুঃখের সংসার। নভেল লিখে এবং জলের দরে সে সব নভেলের 'কপি-রাইট' বেচে সেই টাকায় এঁদের দিন চলে। তার ওপর বাড়ীখানি বন্ধকী-দায়ে নিলামে উঠেছে। মহাজন বিরিঞ্চি গোঁসাই কশাইয়ের মত নির্ম্মম! সে এসে জানিয়ে দিলে, দুদিন পরেই নিলামের তারিখ—এর মধ্যে ডিক্রীর টাকা পুরোপুরি চুকিয়ে না দিলে সে লাটে তুলে এ-বাড়ী বেচিয়ে দেবে! কিন্তু নেবেনা, সময় দেবেনা—তার পণ! তবে, চাঁপাকে তার মনে ধরেছে—চাঁপার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিরিঞ্চির শূন্য-সংসার পূরণ করে দিতে জয়গোপাল বাবু যদি প্রস্তুত থাকেন,

তুলে নেবে—না হলে এই ভিটে বেচিয়ে জয়গোপালদের সে পথে বসাবে। বিরিঞ্চির হুমকি আর ইত্‌রুমি বাসুর সহ্য হলোনা। সে তেড়ে এসে বিরিঞ্চির ঘাড় ধরে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' করে বিদায় দিলে। পথ থেকে এ গোলমালে বাসুর গলার আওয়াজ পেয়ে মধু ঢুকলো জয়গোপালের

বাড়ীর উঠোনে! তার মুখে জয়গোপাল বাবুরা পেলেন বাসুদেবের আসল পরিচয়—পেয়ে লজ্জায় তারা অপ্রতিভ! এঁদের এই নিরুপায়তা, সেই সঙ্গে চাঁপা···বাসুর মনে জাগলো মমতা, মায়া, এবং···

বাসু ছুটলো এটর্নি গার্জ্জেন বংশগোপালের কাছে। তাঁকে ধরে টাকা জোগাড় করে আদালতে জমা দিয়ে বিরিঞ্চির ডিক্রী মিটিয়ে সে জয়গোপালের ইজ্জত-রক্ষা করলে। ওদিকে বাসুর বাসায় কোনো খবর না দিয়ে অকস্মাৎ শচী এবং কিরণ এসে উপস্থিত···জয়গোপালদের সঙ্গে হলো পরিচয়! চাঁপাকে শচীর ভারী ভালো লাগলো। ভাবলে,—মথুরামোহনকে বলে এই চাঁপার সঙ্গে যদি বাসুর বিয়ে দিতে পারে, তাহলে···

কিন্তু বিভ্রাট!·· বাসুকে টাকা দিয়ে এটর্নি বংশগোপাল সে-খবর চিঠি লিখে মথুরামোহনকে জানালেন। চিঠি পেয়ে মথুরামোহনের চক্ষুস্থির! সহরে অনাচারে ছেলে বিগড়েছে ভেবে বাচস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে মথুরামোহন তখনি এলেন দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীতে। সে সময় চাঁপাকে নিয়ে শচী বেরিয়েছে সান্ধ্য জোৎস্নায় গঙ্গার বুকে নৌকা-বিহারে, কিরণ আর বাসুকে সাথী করে! মনিবদের এই অনুপস্থিতির সুযোগে মধু আর রঘু গেছে পাড়ায় যাত্রা শুনতে। বাচস্পতিকে নিয়ে মথুরামোহন এসে দেখেন বাড়ীতে কেউ নেই···দোতলার বারান্দায় শুকোচ্ছে শাড়ী আর সেমিজ এবং ঘরের আল্‌নায় কোট-পেণ্টুলেন-শার্ট-টাই-

শাড়ী-সায়া ব্লাউশ এবং আর্শির টেবিলে সাজানো রয়েছে স্নো, পাউডার, এসেন্সের শিশি-কৌটো আর মেয়েদের চুল বাঁধবার ফিতে-কাঁটা চিরুণী! দেখে মথুরামোহন যেন ক্ষেপে উঠলেন…এবং তখনই ধূলো-পায়ে দেশে ফিরে

গেলেন বাসুর নামে কড়া চিঠি লিখে রেখে—দক্ষিণেশ্বরের বাসা তুলে পরের দিনই বাসুর দেশে ফেরা চাই—না হলে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

নৌকা-বিহার সেরে বাড়ী ফিরে শচী আর কিরণ মথুরামোহনের চিঠি পড়ে দিশেহারা! এমন সময় কর্তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাচস্পতি এসে হাজির। বাচস্পতির মুখে বাপের রাগের কারণ শুনে শচী স্থির করলে—পরের দিন কিরণ অফিসের কাজে শিলঙে যাচ্ছে,—শচী যাবে রাধানগরে বাচস্পতির সঙ্গে; গিয়ে মথুরামোহনের সংশয় ভঞ্জন করবে। বাচস্পতিকে শচী জানালো চাঁপাদের বৃত্তান্ত। বাসুর সঙ্গে চাঁপার বিয়ের ব্যাপারে মথুরামোহনকে রাজী করানো সম্বন্ধে বাচস্পতির কূট-পরামর্শ…এবং সেই পরামর্শ-মত জয়গোপাল বাবু, তাঁর স্ত্রী আর চাঁপাকে নিয়ে শচী এবং বাচস্পতি ফিরলো রাধানগরে। বাচস্পতির কূট-মন্ত্রণায় চাঁপার উপর মথুরামোহন গৃহ-বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের সেবা

এবং নিজের পরিচর্য্যার ভার দিয়ে তৃপ্তি পেলেন। এই সেবা আর পরিচর্য্যার গুণে চাঁপার উপর মথুরামোহনের স্নেহ-মমতা অপরিসীম হলেও—বাসুর সঙ্গে তার বিবাহ দিতে দারুণ দ্বিধা। কারণ, চাঁপা অষ্টমা গৌরী নয়! বাসু ওদিকে অধীর হয়ে জ্যোতিষীর কবচ ধারণ করেছে। অবশেষে ধৈর্য্য হারিয়ে একদিন গভীর রাত্রে অতর্কিতে চোরের মত বাসু এসে রাধানগরের বাড়ীতে হাজির। তারপর কি ঘটলো? ছবির পর্দ্দায় তা দেখতে পাবেন।

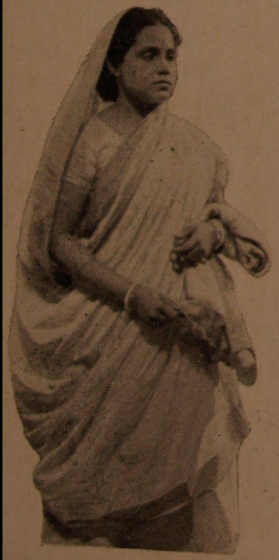

•

গান

(১)

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥
আলোতে কোন্ গগনে,
মাধবী জাগ্‌লো বনে,
এলো সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে॥
কেমনে রহি ঘরে,
মন-যে কেমন করে
কেমনে কাটে-যে দিন দিন গুণিয়ে!
কী মায়া দেয় বুলায়ে,
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

এ কী আকুলতা ভুবনে,
এ কী চঞ্চলতা পবনে।
এ কী মধুর মদির-রস রাশি,
আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র-করে এ কী হাসি,
ফুল-গন্ধ লুটে গগনে॥
এ কী প্রাণভরা অনুরাগে
আজি বিশ্ব-জগতজন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে
সুখ-পরশ কোথা হতে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বনরাজি,
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি,
হেরো, পূর্ণ-বিকশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৩)

আমার পরাণ কোথা যায়-কোথা যায় উড়ে
কে যেন ডাকিছে মোরে দূর-সুদূর পারে
বিরহ বিধুর সুরে॥
আকাশে তাহারি কথা
বাতাসে তারই বারতা
জোছ্‌না-পথ তারে দেখায় দূরে॥
হে অধীর, হে উদাসী
হে মম অন্তরবাসী
কাহার শুনিলে বাঁশী কোন প্রেমের সুরে।
যে দিগন্ত নীলাম্বরে
চুম্বিছে সে নীলাম্বুরে
সেথা মোর নীলকান্ত যায়
মোরে চায়, কত মধুরে॥

—অতুল প্রসাদ সেন

(৪)

মেরে গিরিধারী গোপাল দুসরোঁ ন কই।
যাকে শিরে মোর-মুকুট মেরো
পতি সোহি॥
শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম কণ্ঠমালা হোই।
অধরে-মূরলী চরণে নূপুর কণ্ঠে বনমাল।
ভুবন মোহন রূপ অতুলন মধুর
মধুর চাল॥
তাতঃ মাতঃ ভ্রাতঃ বন্ধু আপ্‌না ন কোই।
ছাড় দেই কূল কি লাজ কেয়া
করেগা কোই॥
অঁসুয়ন-জল সিঁচ্‌ সিঁচ্‌ প্রেম-বীজ
বোই॥
মীরা প্রভু লগন লগি, যো হোয়
সো হোই।

—মীরাবাঈ

নিউ থিয়েটার্সের আগামী দুইখানি
বাঙ্গলা চিত্র

নবীন-যাত্রা

কাহিনী : মনোজ বসু
পরিচালক : সুবোধ মিত্র

•

বকুল

কাহিনী : মনোজ বসু
পরিচালক : ভোলানাথ মিত্র

আ - গ - ত - প্রা - য়

নিউ থিয়েটার্সের বাঙ্গলা ছবির একমাত্র পরিবেশক :
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ
= ক লি কা তা =

মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫